শর্ত মানার পরও বঞ্চনা কেন, বাংলার তোপে নিরুত্তর কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এক বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত। '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পে রাজ্যকে এক টাকাও দেয়নি মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় এই প্রকল্প খাতে নিজেদের প্রাপ্য আদায়ে চেষ্টার কোনও খামতি রাখেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বারবার আলোচনা, চিঠি-পাল্টা চিঠি, শর্ত আরোপ, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ—একের পর এক 'পরীক্ষা'য় পাশ করেও লাভ কিছুই হয়নি! কোনও টাকা পায়নি রাজ্য সরকার। বাংলাকে কেন এমন বঞ্চনা? সাম্প্রতিক এক বৈঠকে এই প্রশ্নেই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের কার্যত নাস্তানাবুদ করলেন নবান্নের পদস্থ আমলারা। তোপের মুখে পড়েও কোনও যুৎসই জবাব দিতে পারেনি কেন্দ্র। গত সোমবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এম্পাওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত আমলাদের বৈঠক হয়। সেখানে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শৈলেন্দ্র সিং। বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন পঞ্চায়েত সচিব পি উলগানাথন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্তারা।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা প্রশ্ন করেন, কেন্দ্রের প্রতিটি শর্ত মেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং প্রতিটি চিঠির উত্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়ার পরও কেন হকের বরাদ্দ আটকে রাখা হচ্ছে? সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পর্যায়ের আমলারা জানান, সংশ্লিষ্ট আইনের (এমজিএনআরইজিএ) ২৭ নম্বর ধারা 'রিভোক' বা খারিজ না হলে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। প্রসঙ্গত, '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পে অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট ধারা আরোপ করা হয়। এই ধারা বলে রাজ্যের বরাদ্দ আটকে রাখা যায়। অর্থাৎ, এই খাতের বকেয়া পেতে গেলে কেন্দ্রকে আগে আরোপিত ধারাটি তুলে নিতে হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে সমস্ত কারণ দর্শিয়ে কেন্দ্রকে দ্রুত ওই ধারা খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেওয়া হবে।

রাজ্যের প্রশাসনিক মহল মনে করছে, দিল্লির নির্দেশ মেনে ভুয়ো কাজের টাকা উদ্ধার থেকে শুরু করে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর—সবই করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ না আসায় গ্রামবাংলার অর্থনীতি কতটা ধাক্কা খাচ্ছে, তা ১২ ডিসেম্বরের চিঠিতে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। অর্থবর্ষ শেষ হতে চললেও কেন্দ্রের কারণেই যে লেবার বাজেট তৈরি করা সম্ভব হয়নি, উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। এই পরিস্থিতিতে আইনের মারপ্যাঁচে বরাদ্দ আটকে রাখার চেষ্টা বিজেপি সরকারের 'প্রতিহিংসা পরায়ণ' মানসিকতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয় বলেই মনে করছে তারা। বুধবার নবান্ন সভাঘরে শিল্প বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কেন্দ্রের হাজার বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকব। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'নিত্যনতুন অজুহাত ছাড়া বাংলার টাকা আটকে রাখার আর কোনও অস্ত্র নেই ওদের হাতে। এটা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল।' প্রসঙ্গত, প্রতি রাজ্যের সঙ্গেই আলাদাভাবে বৈঠক করে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই এম্পাওয়ার্ড কমিটি। চলতি সপ্তাহের শুরুতে বাংলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অন্যান্যবার এই বৈঠক ঘণ্টা দুই-তিনেক ধরে চললেও এবার মাত্র এক ঘণ্টায় শেষ হয়ে যায় ভার্চুয়াল বৈঠক। বিষয়টি আধিকারিক পর্যায়ের অনেকের নজর কেড়েছে।